# অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী বাংলাদেশীদের অর্থে নির্মিত হচ্ছে সাইক্লোন শেল্টার

আনিসুর রহমানঃ ২০০৭ সালের ১৫ই নভেম্বর ঘুর্নিঝড় সিডর বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে। সে সময় বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশ অষ্ট্রেলিয়া ডিজাষ্টার রিলিফ কমিটি দুর্গতদের সাহায্যের জন্য ৪০,০০০ ডলার সংগ্রহ করেছিল। নানা সমস্যার কারনে সে অর্থ তখন দেশে পাঠানো সম্ভব হয়নি। ছয় মাস পরে ভারপ্রাপ্ত হাই কমিশনার জনাব রেস্তাদুল ইসলাম এর উপস্থিতে ২০০৮ সালের ১১ই মে সিডনিতে ডিজাষ্টার রিলিফ কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় সংগ্রহিত অর্থে দুর্গত এলাকায় স্থায়ী সমাধান হিসেবে একটি সাইক্লোন শেল্টার নির্মানের কথা প্রস্তাব করা হয়। তখন অনুমান করা হয়েছিলো এ কাজে ব্যয় হবে ১,৫০,০০০ থেকে ২,০০,০০০ ডলার। দশ-বারো ফুট উচু খুটির ওপর নির্মিত এসব শেল্টার সাইক্লোন বাহিত জলোচ্ছাসের হাত থেকে গ্রামবাসীদের জীবন রক্ষার জন্য দুই-এক রাতের আশ্রয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্য সময় এসব শেল্টার সাধারনত স্কুল হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে ।

একটি সাইক্লোন শেল্টারের নমুনা >

## দ্বিতীয় সভা

এ বিষয়ে দ্বিতীয় সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালের ২০শে জুলাই। সাইক্লোন শেল্টার নির্মানে ১,৭০,০০০ ডলার ব্যয় হবে বলে এই সভায় জানানো হয়েছিলো।

## তৃতীয় সভা ও খরচ হ্রাস

গত ১৮ই এপ্রিল ২০১০, রবিবার, এরমিংটনে অনুষ্ঠিত হয়েছে রিলিফ কমিটির ৩য় সভা। উপস্থিত সকলকে জানানো হয় - যেহেতু বাকি অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না তাই যে পরিমান অর্থ হাতে আছে তা দিয়েই সাইক্লোন শেল্টার নির্মান করা হবে। দশ ফুট উচু কংক্রিটের খুটির ওপর তিন কামরা বিশিষ্ট (মধ্যবর্তি দেয়ালগুলি সরিয়ে ফেলা যাবে) বর্তমানে প্রস্তাবিত মোট ২০০০ বর্গ ফুট শেল্টারটি নির্মানে ব্যয় হবে ৩৩,০০০ ডলার। দ্বিতীয় সভায় আলোচিত ব্যয় এর তুলনায় এত অল্প খরচে কেবল দায় সারা ভাবে এই শেল্টার নির্মিত হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে আশংকা ব্যাক্ত করেন কেউ কেউ। শেল্টারের উপযোগিতা এবং স্থায়িত্বের ব্যাপারে যেন কোন কাটছাট করা না হয় সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেন উপস্থিত সদস্যবৃন্দ।

## নির্মানের স্থান

সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত বাগেরহাট জেলায় রামপাল উপজেলার কাকড়াবুনিয়া গ্রামে সাইক্লোন শেল্টারটি নির্মানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে। উক্ত গ্রামের তিন জন জনহিতৈষী ব্যাক্তি বাংলাদেশ

ফ্রেন্ডশিপ এডুকেশন সোসাইটি নামে একটি এনজিও পরিচালিত স্কুল সংলগ্ন ০.২১ একর (১৩ কাঠা) জমি এই শেল্টার নির্মানের জন্য দান করেছেন। দানপত্রের দলিল সভায় পেশ করা হয়।

## কে নির্মান করবে

খুলনা কারিগরি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (KUET) এর কনসালটিং সার্ভিস (CRTS) প্রধান ড. মঞ্জুর হোসেন (drmonjur@yahoo.com) বাংলাদেশে এই নির্মান প্রকল্পের সার্বিক পরিচালক হিসেবে কাজ করবেন। সিডনিতে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করবেন রিলিফ কমিটির যুগ্ম আহবায়ক ড. নারায়ণ দাস (dasnc@hotmail.com).

## পরিচালনার দায়িত্ব

নির্মানের পর বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ এডুকেশন সোসাইটির একটি সাব কমিটি সাইক্লোন শেল্টারটির সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে। ডিজাষ্টার রিলিফ কমিটির একজন মনোনিত সদস্য এই সাব কমিটির সদস্য হবেন। তিনি মূলত টেলিফোন এবং ই-মেইল এর মাধ্যমে অন্যান্য সদস্যদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করবেন।